আগাম সতর্কবার্তা প্রদান নীতিমালা

নারীপক্ষ

র‍্যাংগস শীলু কুমার, বাড়ি # ৭৫, সড়ক # ৫/এ সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯

জানুয়ারি ২০২১

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	ভূমিকা	২
২.	নীতির নাম	২
৩.	এই নীতির লক্ষ্যসমূহ	২
৪.	এই নীতির উদ্দেশ্য	২
৫.	এই নীতির অধীনে অভিযোগের ক্ষেত্রসমূহ	২
৬.	এই নীতির ব্যবস্থাপনা কমিটি	৩
৭.	ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ	৩
৮.	পদ্ধতিসমূহ বা কার্যপ্রণালী	৩-৪
৯.	পদ্ধতিসমূহ বা কার্যপ্রনালীর আগাম সতর্কবার্তা/ উদ্বেগ উত্থাপন ধাপসমূহ	৫
১০.	এই নীতির স্বত্ত্ব ও পর্যালোচনা	৫
১১.	পরিভাষার সংজ্ঞা	৬

অনুমোদন

সভানেত্রীর নাম: মাহমুদা বেগম গিনি স্বাক্ষর: তারিখ: 28/06/2024

১. ভূমিকা

এই নীতি নারীপক্ষ-এ এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করবে যাতে করে এই প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক, সহযোগী সংগঠন এবং সুবিধাভোগীরাসহ সকল সদস্য ও কর্মী কোন প্রকার প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ পরায়ণতা ব্যতিরেকে যথাযথভাবে কাজ করতে পারেন সেরকম ন্যায়পরায়ণতা এবং নৈতিক আচরণ প্রতিষ্ঠা ও নিশ্চিত করার অঙ্গীকারগুলোকে সমুন্নত করবে। নারীপক্ষ'র সদস্য ও কর্মী, পরামর্শক, সহযোগী সংগঠন ও সুবিধাভোগী- যে কারো দ্বারা গুরুতর অসদাচরণ অথবা সংগঠনের আচরণবিধি ভঙ্গ করার সন্দেহ দেখা দিলে কোন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অথবা অন্যায্য আচরণের ভীতি ব্যতিরেকেই এ নীতির আওতায় সতর্ক করবে।

২ এই নীতির নাম:

এই নীতিটি **"আগাম সতর্কবার্তা প্রদান নীতিমালা- ২০২১, নারীপক্ষ"** নামে অভিহিত হবে।

৩. এই নীতির লক্ষ্যসমূহ:

নারীপক্ষ'র সকল সদস্য, কর্মী, সহযোগী সংগঠনসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট যেকোন অংশীদারসমূহের জন্য একটি সুন্দর, সুষ্ঠু, হয়রানিমুক্ত, বন্ধুত্বপূর্ণ কাজের পরিবেশ রক্ষার প্রতিশ্রুতিতে এই নীতিমালা, যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

৩.১. নারীপক্ষ'র সদস্য, কর্মী এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদারসমূহ যেসব বিষয়কে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে অনুচিত, অনৈতিক অথবা অসঙ্গত বলে মনে করবেন সে বিষয় সম্পর্কে এবং যদি আগাম সতর্কবার্তা প্রদান করার মত বিষয় বলে মনে করেন তবে তা গোপনে তুলে ধরা।

৩.২. পরামর্শকরাসহ সকল সদস্য ও কর্মী, সহযোগী সংগঠন ও সুবিধাভোগীরা যাতে করে তাদের উদ্বেগগুলো তুলে ধরতে পারে এবং ঐসব উদ্বেগ মোকাবিলা করার পথ খুঁজে পেতে পারে সেজন্যে যথাযথ ব্যবস্থা তৈরি করা।

৩.৩ যেকোন অসদাচরণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটি যাতে যথাশিঘ্র সম্ভব জানতে পারেন সেরকম ব্যবস্থা করা।

৩.৪. এই নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে সদুদ্দেশ্যে কোন উদ্বেগ সম্পর্কে জানানো হলে কোন প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা অথবা অন্যায্য আচরণের মুখোমুখি হতে হবে না সে সম্পর্কে সদস্য ও কর্মীদের এবং সংশ্লিষ্ট অন্য সবাইকে নিশ্চিত করা।

৩.৫. প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অসঙ্কোচ, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং ন্যায়পরায়ণতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্যে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

৪. এই নীতির উদ্দেশ্য:

এই নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে,

৪.১. নারীপক্ষ ও এর সহযোগী সংগঠনসমূহের মধ্যে আগাম সতর্কবার্তা প্রদান ও গ্রহণ, তদন্ত এবং ব্যবস্থাপনার কাজ করা

৪.২. আগাম সতর্কবার্তা প্রদানকারীকে বা উদ্বেগ উত্থাপনকারীকে যথাযথ সুরক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা।

৫. এই নীতির অধীনে অভিযোগের ক্ষেত্রসমূহ:

এই নীতির অধীনে যেসব অসদাচরণ সম্পর্কে অভিযোগ তোলা যাবে বা তথ্য দেয়া যাবে, সেগুলো হচ্ছে:

৫.১. যেকোন ধরনের আর্থিক অনিয়ম অথবা উৎকোচ গ্রহণ বা প্রদান, প্রতারণা, দুর্নীতি, চুরি অথবা কোন কিছু গোপন করে যাওয়ার মত অন্যায়

৫.২. আইনগত বাধ্যবাধকতা, সংবিধিবদ্ধ এবং নিয়ন্ত্রক নির্দেশনাসমূহ মেনে চলতে ব্যর্থতা

৫.৩. স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, কাজের পরিবেশ এবং সদস্য ও কর্মীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে এমন কোন কাজ

৫.৪. যেকোন রকম অপরাধমূলক তৎপরতা

৫.৫. অনুচিত তৎপরতা অথবা অনৈতিক আচরণ- যা সার্বজনীন এবং মূল নৈতিক মূল্যবোধগুলো- যেমন: জবাবদিহিতা, অখন্ডতা, সততা, ন্যায্যতা এবং শ্রদ্ধাবোধকে অবদমিত করে এমন

৫.৬. স্বার্থের সংঘাত সম্পর্কে না জানানো

৫.৭. সদস্য ও কর্মী, সেবাদানকারী, সুবিধাভোগী এবং অন্যান্য অংশীদারসমূহ যৌন বা শারিরীক হয়রানি, এবং উপরে উল্লেখিত যেকোন বিষয় গোপন করে যাওয়া

অবশ্য উপরে উল্লেখিত তথ্য প্রদানকারী অনিয়ম অথবা উদ্বেগগুলোই যথেষ্ট নয়, এই নীতির অধীনে যে কোন অনিয়ম সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা বা প্রতিবেদন দেয়ার সময়ে যথাযথ বিচার-বিবেচনা প্রয়োগ এবং সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

এই নীতি সাম্প্রতিক সময়ে নারীপক্ষ'র প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্যে চুক্তিবদ্ধ আছেন এমন সব সহযোগী সংগঠনদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে তবে, এর জন্যে সেরকম কোন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের নিয়ামক প্রয়োজনীয়তাগুলোকে লঙ্ঘন করবে না। এছাড়াও, বর্তমানে চালু আছে এমন সব নীতিকে সাথে রেখেই এই নীতিকে বিবেচনা করতে হবে।

চূড়ান্তভাবে বলা যায় যে, নারীপক্ষ'র স্টাফ হ্যান্ডবুক/চাকুরিবিধিতে ইতিমধ্যেই বিধৃত রয়েছে- সদস্য ও কর্মীদের এমনসব ক্ষোভ এবং তাদের অন্য কোন বিষয় এই নীতির আওতায় আসবেনা।

৬. এই নীতির ব্যবস্থাপনা কমিটি:

নারীপক্ষ মানবাধিকার এবং সমতার জন্যে কাজ করে। নারীপক্ষ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সেই সাথে সমতা, বৈচিত্র্য বা বিভিন্নতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার মতো মূল্যবোধগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে নিবেদিত। এজন্যে নারীপক্ষকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের ভিতরে হয়রানি এবং অন্য সব অপকর্ম ও প্রতারণার ঝুঁকি সম্পর্কে অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হবে। নারীপক্ষ'র নির্বাহী পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটি কোন সমস্যা- যা প্রতিষ্ঠানের মূল মূল্যবোধের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এমন সব ঘটনা, বিশেষ করে মানবাধিকার ও সমতা যেমন: নারীপক্ষ'র সদস্য ও কর্মী অথবা সহযোগী সংগঠনের মধ্যে হয়রানির আশংকা অথবা প্রতারণার সম্পর্কে জানতে বা শুনতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

নারীপক্ষ নির্বাহী পরিষদসহ কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটির সদস্য, কর্মী এবং অন্য সব স্টেকহোল্ডারের কাছ থেকে প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসা এবং প্রতিশোধমূলক নিপীড়ন জাতীয় অপকর্মের বিষয়ে কোন ভয়-ভীতি ছাড়াই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানোর বিষয়টি সম্পর্কে যথেষ্ঠ সচেতন। আশা করা হচ্ছে, সদস্য ও কর্মীরা এ সম্পর্কে তাঁদের দায়িত্ব আরো গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করবেন এবং একই সঙ্গে কখনও বাইরে থেকে পাওয়া কোন তথ্য সম্পর্কে নেতিবাচক প্রচারণা এড়িয়ে যেতে সহায়তা করবেন।

নির্বাহী পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটি অকপটতা, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও সততার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আগাম সতর্কবার্তা প্রদানকারী বা উদ্বেগ উত্থাপনকারী কোন ঘটনা সত্যি বলে মনে করে যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাসের সাথে এবং সদুদ্দেশ্যে কোন তথ্য প্রকাশ করলে তাকে কোন প্রকার বৈষম্যের শিকার করা, হয়রানি করা হলে এবং প্রতিশোধমূলক নিপীড়নের শিকার করা হলে তাঁরা সেটাকে কিছুতেই সহ্য করবেন না।

৭. ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ:

আগাম সতর্কবার্তা প্রদানকারী বা উদ্বেগ উত্থাপনকারী প্রক্রিয়ার মূল দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের নির্ধারিত ভূমিকা এবং দায়িত্বসমূহ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ	দায়িত্বসমূহ
১.	আগাম সতর্কবার্তা প্রদানকারী বা উদ্বেগ উত্থাপনকারী	আগাম সতর্কবার্তা প্রদানকারী বা উদ্বেগ উত্থাপনকারী বিশ্বাসের সাথে কাজ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে এবং তিনি বা তাঁরা তাঁদের উদ্বেগের কথা জানাতে গিয়ে কোন প্রকার অসত্য অভিযোগ করবেন না; যে তথ্য ইতোমধ্যেই জানানো হয়েছে তা তদন্তের জন্যে তাঁর কাছে রক্ষিত আরো সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করবেন।
২.	সন্দেহভাজন	সন্দেহভাজনের দায়িত্ব হচ্ছে তদন্ত চলাকালে সহযোগিতা প্রদান করা এবং সেই সাথে সংশ্লিষ্ট সব তথ্য, ডকুমেন্ট বা দলিলপত্র এবং তদন্তকারীর প্রয়োজনে অন্য সব উপকরণ বা প্রমাণ পেশ করা।
৩.	তদন্তকারী	কেন্দ্রীয় সমন্বকারী কমিটি অভিযোগ/ঘটনা তদন্ত করার জন্য কমিটির একজনকে তদন্তকারী হিসেবে নির্বাচন করবেন যিনি সকল বিষয় সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের সাথে পরিচালনা করবেন। তিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হিসেবে তদন্ত করার সময়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং পক্ষপাতহীন থাকবেন।
৪.	নির্বাহী পরিষদ	কেন্দ্রীয় সমন্বকারী কমিটি নির্বাহী পরিষদকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সকল অভিযোগকৃত ঘটনার সংক্ষিপ্তসার এবং তদন্তের ফলাফল সম্পর্কে জানাবেন।

৮. পদ্ধতিসমূহ বা কার্যপ্রনালী:

আগাম সতর্কবার্তা প্রদান বা উদ্বেগ উত্থাপন নীতিমালাতে আগাম সতর্কবার্তা প্রদানকারীর বা উদ্বেগ উত্থাপনকারীর এবং সংশ্লিষ্ট সকলকেই কোন অসদাচরণ সম্পর্কে অভিযোগ করতে হলে অভিযোগের সব ধাপকে বিবেচনায় নিতে হবে এবং অসদাচরণের অভিযোগ তদন্তের জন্যেও বেশ কিছু ধাপ অনুসরণ করতে হবে। নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো আগাম সতর্কবার্তা প্রদান বা উদ্বেগ উত্থাপন প্রক্রিয়া সম্পর্কে নির্দেশনা দেবে:

৮.১ সাধারণ নির্দেশিকা:

এই নীতিমালা ধরে নেবে যে, সদস্য ও কর্মীরা বিশ্বাসের সাথে তাঁদের কাজ করবেন এবং কোন সন্দেহজনক অসদাচরণের অভিযোগ করার সময়ে কোন অসত্য দোষারোপ করবেন না। কোন সদস্য বা কর্মী জেনে-শুনে বা বেপরোয়াভাবে বিশ্বাসযোগ্য নয়

এমন কোন বিবৃতি দেবেন না বা প্রকাশ করবেন না। সেক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক বিধির অনুসরণ করা হতে পারে। তার মধ্যে তার অসদাচরণ প্রমাণিত হলে সেটা চাকুরিচ্যুতি পর্যন্ত যেতে পারে। কোন সদস্য বা কর্মী নীতিমালা অনুসারে কোন অসদাচরণ সম্পর্কে অভিযোগ করবে বা জানাবে, সেক্ষেত্রে তাকে প্রতিষ্ঠানের সাধারণ চাকুরির দক্ষতার মান এবং প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা ও বিধি অনুসারে নিয়মিতভাবে কাজ করতে দেয়া হবে।

৮.২ **অসদাচরণ বা অন্যায় আচরণ সম্পর্কে অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি:** *নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসারে অসদাচরণ বা অন্যায় আচরণ* সম্পর্কে অভিযোগ জানানো যেতে পারে:

৮.২.১. যেকোন ব্যক্তি সন্দেহজনক অসদাচরণ সম্পর্কে অথবা কোন প্রকার আইনী অথবা বিধিগত লঙ্ঘন বা সন্দেহজনক বিষয় সম্পর্কে অভিযোগ করতে পারে, যা নারীপক্ষ'র সদস্য ও কর্মী, সহযোগী সংগঠন, সুবিধাভোগী অথবা ব্যাপক অর্থে জনসাধারণের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।

৮.২.২. কোন অসদাচরণ সম্পর্কে লিখিতভাবে, ফোনযোগে অথবা ব্যক্তিকভাবে সাক্ষাতের মাধ্যমেও অভিযোগ করা যেতে পারে তবে, সকল অভিযোগই লিখিতভাবে করার জন্যে উৎসাহিত করা হয়, যাতে করে উল্লেখিত বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া নিশ্চিত হয়।

৮.২.৩. আগাম সতর্কবার্তা প্রদানকারী ব্যক্তি নিজের পরিচয় দিবে, যদিও এটা এই নীতিমালার জন্যে একান্ত আবশ্যকীয় নয়।

৮.২.৪. সকল অভিযোগই কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটির কাছে সরাসরি পাঠাবেন। এই কমিটির সদস্যদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা নিম্নরূপ:

যোগাযোগের ঠিকানা

সভানেত্রী, নারীপক্ষ

টেলিফোন : ৮৮০ ২ ৯১২২৪৭৪, ৯১২২৪২৭ এবং ৫৮১৫৩৯৬৭

E-mail: naripokkho@gmail.com

৮.২.৫. কোন কারণে উদ্বেগ/অভিযোগটি ই-মেইলে পাঠানো হলে ইমেলের সাবজেক্ট-লাইনে 'নারীপক্ষ আগাম সতর্কবার্তা' উল্লেখ করতে হবে।

৮.২.৬. যদিও অভিযোগের সত্যতা প্রমাণের দায়িত্ব আগাম সতর্কবার্তা প্রদানকারী/উদ্বেগ উত্থাপনকারীর নয় তারপরও সে তদন্তকারী ব্যক্তিকে বোঝাবে যে, এই উদ্বেগের যথেষ্ঠ ভিত্তি রয়েছে।

৮.৩. **অভিযোগকৃত অসদাচরণ অথবা অন্যায় কর্মকান্ডের তদন্ত:** কোন অভিযোগকৃত অসদাচরণ অথবা অন্যায় কর্মকান্ডের তদন্ত করার জন্যে যথাযথ পদ্ধতির তালিকা নিম্নরূপ:

৮.৩.১. কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটির যে সদস্য এরকম অসদাচরণের অভিযোগ পাবেন তিনি আগাম সতর্কবার্তা প্রদানকারীকে পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে জানাবেন যে, তিনি এই অভিযোগটি পেয়েছেন।

৮.৩.২. আগাম সতর্কবার্তা প্রদানকারীর/ উদ্বেগ উত্থাপনকারীর কাছ থেকে অভিযোগ পাবার পর কমিটির সদস্যবৃন্দ পদক্ষেপ নিবেন/ তদন্ত করার জন্যে আলোচনায় বসবেন। অভিযোগের বিষয়ের ওপর নির্ভর করে কমিটি যথাযথ মনে করলে এই কমিটির সভা থেকে যে কোন সদস্যকে বাদ দিতে পারবে।

৮.৩.৩. *তদন্ত পরিচালনার দায়িত্ব কমিটি সদস্যদের কাছেই থাকবে। তবে, প্রয়োজনে অন্য যে কাউকে এই তদন্তে যুক্ত করা* যেতে পারে।

৮.৩.৪. যথাযথ পদ্ধতি বা নিয়ম, পন্থা, সম্পদ এবং অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে কমিটির সদস্যবৃন্দ এই তদন্তের কাজ পরিচালনার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

৮.৩.৫. কোন কোন উদ্বেগের বিষয় সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে কোন তদন্ত ব্যতিরেকেই সম্পাদন করা যেতে পারে। কোন উদ্বেগ বা অভিযোগ নারীপক্ষ'র নির্দিষ্ট পদ্ধতির মধ্যে পরলে সেটাকে সেইসব পদ্ধতিতে সমাধান করার জন্যে প্রেরণ করা যেতে পারে।

৮.৩.৬. কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য গৃহীত অভিযোগ এবং পদক্ষেপ সম্পর্কে নির্দিষ্ট সময় পর পর কমিটির সকলকে তদন্তের অগ্রগতি জানাবেন ।

৮.৩.৭. নারীপক্ষ'র কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটি তদন্ত প্রতিবেদন অনুসারে যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রাখে।

৯. পদ্ধতিসমূহ বা কার্যপ্রনালীর আগাম সতর্কবার্তা/ উদ্বেগ উত্থাপন ধাপসমূহ:

ধাপ ১ আগাম সতর্কবার্তা প্রদানকারীর / উদ্বেগ উত্থাপনকারীর উদ্বেগ সম্পর্কে রিপোর্ট করা

ধাপ ২ সকল উদ্বেগের তদন্ত করে অগ্রগতির সর্বশেষ পরিস্থিতি জানানো

ধাপ ৩ তদন্তের রিপোর্ট/ যথাযথভাবে ফলাফল প্রকাশ করা এবং পদক্ষেপ নেয়া

ধাপ৪ তদন্ত অথবা তার ফলাফল সম্পর্কে আগাম সতর্কবার্তা প্রদানকারী / উদ্বেগ উত্থাপনকারী সন্তুষ্ট না হলে, নারীপক্ষ'র নির্বাহী পরিষদকে তার অসন্তোষ সম্পর্কে জানানোর অধিকার রয়েছে

এ নীতি আগাম সতর্কবার্তা প্রদানকারীর / উদ্বেগ উত্থাপনকারীর সুরক্ষা নিশ্চিত করে, তবে এটা বিবেচনা করতে হবে যে, এই উদ্বেগ প্রকাশের বিষয়টির মধ্যে-

৯.১. যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাসের সাথে যে, এর মধ্যে অন্যায় অথবা অসদাচরণ রয়েছে,

৯.২. একজন যথাযথ ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের কাছে করা হয়েছে, এবং

৯.৩. কোন প্রকার আক্রোশ বা অপকর্মের জন্যে করা হয়েছে।

এই নীতিমালাতে বিধিবদ্ধ রয়েছে যে, আগাম সতর্কবার্তা প্রদানকারীর/ উদ্বেগ উত্থাপনকারীর কাছ থেকে যে তথ্যই পাওয়া যাক না কেন তার যথাযথ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। এখানে নারীপক্ষ'র সদস্য ও কর্মী এবং স্টেকহোল্ডারকে তাদের নাম উল্লেখ করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে, যাতে করে তাদের দেয়া তথ্য আরো বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করা যেতে পারে।

নারীপক্ষ আগাম সতর্কবার্তা প্রদানকারীকে/উদ্বেগ উত্থাপনকারীকে কোনভাবেই ক্ষতির শিকার হতে দেবে না। কখনো কোন আগাম সতর্কবার্তা প্রদানকারী যদি মনে করেন যে, তাঁর অভিযোগের জন্যে তাঁর সাথে অন্যায় আচরণ করা হচ্ছে- সেক্ষেত্রে আগাম সতর্কবার্তা প্রদানকারী/উদ্বেগ উত্থাপনকারী অনায়াসেই নারীপক্ষ'র নির্বাহী পরিষদের কাছে তাঁর উদ্বেগের বিষয়টি জানাতে পারেন। এক্ষেত্রে তাঁর কোন প্রকার পক্ষপাত ছাড়াই যথাযথ আইনী ব্যবস্থা নেয়ার অধিকার থাকবে।

প্রয়োজন হলে, আভ্যন্তরীণ বা বাইরের কোন আগাম সতর্কবার্তা প্রদানকারী/উদ্বেগ উত্থাপনকারী কোনপ্রকার ক্ষতির শিকার হলে নারীপক্ষ'র কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে তাকে ক্ষতিপূরণ দেয়া যেতে পারে।

কোন আগাম সতর্কবার্তা প্রদানকারী/উদ্বেগ উত্থাপনকারীর বিরুদ্ধে তার তথ্য প্রকাশের কারণে কোনপ্রকার প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া হলে এবং শুধুই তাতে সীমাবদ্ধ না থেকে তার বিরুদ্ধে বৈষম্য, হয়রানি, প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা, পদাবনতি, চাকুরিচ্যুতি, সাময়িক বরখাস্ত অথবা অন্যকোন পেশাগত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্ষতি করা, হুমকি দেয়া অথবা তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে সুপারিশ করা হলে এই নীতিমালার অধীনে সে বিষয়টি গুরুতর অসদাচরণ বলে ধরে নেয়া হবে এবং সেজন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে; তবে কোন আগাম সতর্কবার্তা প্রদানকারীকে/উদ্বেগ উত্থাপনকারীকে নিশ্চিত করতে হবে যে, তারা নির্দেশিত পথ ছাড়া অন্য কোন পথে- যথা: সংবাদ মাধ্যম, অথবা তাদের তথ্য প্রকাশের বিষয়টিকে সুরক্ষা দেয়া নাও যেতে পারে।

১০. *এই নীতিমালার স্বত্ত্ব ও পর্যালোচনা:*

আগাম সতর্কবার্তা প্রদান/উদ্বেগ উত্থাপন নীতিমালা নারীপক্ষ'র সম্পদ হিসেবে থাকবে। অবশ্য এই নীতিমালা এবং এর ব্যবস্থাপনার ভার নির্বাহী পরিষদের কাছে থাকবে। প্রয়োজনে নির্বাহীর আদেশে সমন্বয়কারী কমিটি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এই নীতিমালা এবং পদ্ধতি প্রতি বছরই বা যখনই প্রয়োজন তখনই পর্যালোচনা করা হবে। সংশোধনী অথবা পর্যালোচনার সকল পরামর্শ নারীপক্ষ'র সভানেত্রীর কাছে পেশ করতে হবে।

১১. পরিভাষার সংজ্ঞা:

পরিভাষা	সংজ্ঞা
অভিযোগ	একটি অভিযোগ অথবা উদ্বেগ- যা কোন যথাযথ কর্তৃপক্ষ তদন্ত করবেন
বিশ্বাসযোগ্যতা	বিশ্বাস বলতে বোঝাবে, যখন কোন অভিযোগ উদ্দেশ্য প্রণোদিত অথবা ব্যক্তিগত লাভের কথা বিবেচনা করা ছাড়া পেশ করা হবে। উক্ত সদস্য ও কর্মীর কাছে ওই অভিযোগটি সত্য বলে বিশ্বাস করার মত ভিত্তি থাকবে; সেই সাথে অভিযোগটি বিশ্বাসের ভিত্তিতে করা হয়েছে বলে প্রমানিত হবে। কোন অভিযোগ বিশ্বাস হারাবে, যখন দেখা যাবে যে সেটা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে করা হয়েছে বা সেটা একবারেই
তদন্ত	তদন্ত একটি প্রক্রিয়া যা দিয়ে অভিযোগকৃত বা যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে - সে বা তারা সত্যিই দায়ী কিনা তা নিশ্চিত করতে তথ্য সংগ্রহ করা এবং বিশ্লেষণ করা হয়
অসদাচরণ/অন্যায় আচরণসমূহ	অসদাচরণ অথবা অন্যায় আচরণ বলতে বোঝাবে অনৈতিক আচরণ অথবা চর্চা। আর্থিক ও হিসাব সংক্রান্ত প্রতারণাসহ যেকোন ধরণের প্রতারণা, আইন ও বিধি লঙ্ঘন, প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা লঙ্ঘন, জনসাধারণের স্বার্থ ও নিরাপত্তার জন্যে হুমকি এবং দায়িত্বে অবহেলা-এগুলোও অসদাচরণ অথবা অন্যায় আচরণের আওতাভূক্ত হবে।
সহযোগী সংগঠন	যে সংগঠন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্যে নারীপক্ষ'র সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।
সন্দেহভাজন	এমন একজন মানুষ, যে অসদাচরণ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে তদন্ত হতে পারে।
আগাম সতর্কবার্তা প্রদানকারী/ উদ্বেগ উত্থাপনকারী	আগাম সতর্কবার্তা প্রদানকারী/উদ্বেগ উত্থাপনকারী যে কোন সদস্য, কর্মী, পরামর্শক, কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটির সদস্য, নারীপক্ষ'র নির্বাহী পরিষদের সদস্য, চাকুরির জন্যে আবেদনকারী, সরবরাহকারী, ঠিকাদার, সহযোগী সংগঠন, সুবিধাভোগী এবং সাধারণ মানুষ হতে পারেন। আগাম সতর্কবার্তা প্রদানকারী/ উদ্বেগ উত্থাপনকারী হচ্ছেন অভিযোগটি প্রদানকারী। আগাম সতর্কবার্তা প্রদানকারী/ উদ্বেগ উত্থাপনকারী তদন্তকারী বা তথ্যের সত্যতা বিচার করার দায়িত্বপ্রাপ্ত নয়, সেই সাথে কোন প্রকার সংশোধক বা নিবারকও হবেন না; তবে প্রয়োজনে তদন্তকারীদের তথ্য ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করবেন।
আগাম সতর্কবার্তা/উদ্বেগ উত্থাপন	নারীপক্ষ'র কোন সদস্য, কর্মী, কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটি, নির্বাহী পরিষদের সদস্য এবং অন্য সব অংশগ্রহণকারী, স্টেকহোল্ডারদের অসদাচরণ দেখে বা বুঝতে পেরে একজন সদস্য বা কর্মী অথবা অন্য কেউ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগটি পেশ করে থাকেন। এটি একটি প্রারম্ভিক সতর্কতা ব্যবস্থা এবং এর লক্ষ্য হচ্ছে, প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন ভুল কিছু হতে থাকলে সেটা খুঁজে বের করে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা।